১৬-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবাকে স্মরণ করার পরিশ্রম করো , কারণ তোমাদের প্রকৃত স্বর্ণে পরিণত হতে হবে"

প্রশ্নঃ- ভালো পুরুষার্থীদের প্রমাণ চিহ্ন কি ?

উত্তর :- যারা ভালো পুরুষার্থী হবে তারা প্রতি কদমে শ্রীমৎ অনুসারে চলবে। সর্বদা শ্রীমৎ অনুসারে যে চলবে তারাই উচ্চ পদ লাভ করে। বাবা বাচ্চাদের সর্বদা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে বলেন কেন ? কারণ একমাত্র উনি-ই হলেন সত্যিকারের প্রিয়তমা। বাকিরা সবাই ওঁনার প্রেমিক ।

ওম্ শান্তি। ওমশান্তি-র অর্থ টি নতুন ও পুরানো বাচ্চারা বুঝেছে। তোমরা বাচ্চারা জেনেছ যে আমরা সব আত্মারাই হল পরমাত্মার সন্তান। পরমাত্মা হলেন উঁচু থেকে উঁচু এবং সকলের অতিপ্রিয় প্রিয়তমা । বাচ্চাদের জ্ঞান ও ভক্তির রহস্য বুঝিয়েছেন। জ্ঞান মনে দিন , সত্যযুগ-ত্রেতা , ভক্তি মনে রাত , দ্বাপর ও কলিযুগ। ভারতেরই কথা। অন্য ধর্মের সাথে তোমাদের কোনো বিশেষ কানেকশন নেই , ৮৪ জন্মও তোমরা-ই ভোগ করো। সর্ব প্রথম তোমরা ভারতবাসীরাই এসেছ। ৮৪ জন্মের চক্র ভারতবাসীদের জন্যে অর্থাৎ তোমাদের জন্যে। এমন কেউ বলতে পারেনা -- ইসলামী , বৌদ্ধি ইত্যাদি ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। না, কেবল ভারতবাসী ই গ্রহণ করে। ভারত হল অবিনাশী খন্ড, এই খণ্ডের কখনো বিনাশ হয়না , অন্য সব খণ্ডের বিনাশ হয়। ভারত হল সব চেয়ে উঁচু । অবিনাশী খন্ড। ভারত খন্ড-ই স্বর্গে পরিণত হয় এবং অন্য কোনো খন্ড স্বর্গে পরিণত হয়না। বাচ্চাদের বোঝান হয়েছে -- নতুন দুনিয়া সত্যযুগে ভারত-ই থাকে। ভারতকেই স্বর্গ বলা হয়। তারাই ৮৪ জন্ম নেয়। শেষে নরকবাসী হয়ে সেই ভারতবাসী স্বর্গবাসী হবে। এই সময় সবাই হল নরকবাসী। অন্য সব খন্ড বিনাশ হবে , কেবল ভারত খন্ড রয়ে যাবে। ভারত খণ্ডের মহিমা হল অপরমঅপার। কিন্তু প্রকৃত গীতার। মিথ্যা গীতা শুনতে পড়তে নীচে এসেছে। এখন বাবা তোমাদের রাজ যোগ শেখাচ্ছেন। এই সময়টি হল গীতার পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। ভারত-ই পুনরায় পুরুষোত্তম হবে। এখন সেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম নেই। রাজ্যও নেই। সুতরাং সেই যুগও নেই। বাবা বুঝিয়েছেন -- এই ভুলটি ড্রামায় আছে। গীতায় কৃষ্ণের নাম লেখা হবে। যখন ভক্তি মার্গ আরম্ভ হবে তখন সর্ব প্রথম গীতা-ই থাকবে। এখন এই গীতা শাস্ত্র ইত্যাদি সব শেষ হয়ে যাবে। কেবল দেবী দেবতা ধর্ম রয়ে যাবে। এমন নয় তার সাথে গীতা ভাগবত ইত্যাদিও থাকবে। না। প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয় , সদগতি হয়ে যায় তো কোনো শাস্ত্র ইত্যাদির প্রয়োজন থাকেনা। সত্যযুগে কোনো গুরু শাস্ত্র ইত্যাদি থাকেনা। এই সময় অনেক গুরু আছে যারা ভক্তির শিক্ষা প্রদান করেন। সদগতি কেবল একমাত্র রূহানী বাবা-ই দিতে পারেন , ওঁনার মহিমা হল অপরমঅপার। ওঁনাকেই অলমাইটি অথরিটি বলা হয়েছে। ভারতবাসী বিশেষ করে এই ভুলটাই করে, তারা বলে তিনি হলেন অন্তর্যামী। সবার অন্তরকে জানেন। বাবা বলেন বাচ্চারা আমি কারো অন্তরের কথা জানিনা। আমার কর্তব্য হল পতিতকে পবিত্র করা। কিন্তু আমি অন্তর্যামী নই। এইসবই ভক্তি মার্গের উল্টো মহিমা। আমায় ডাকে এই পতিত দুনিয়ায়। সেই দুনিয়া নতুন থেকে পুরানো , পুরানো থেকে নতুন কবে হয়। প্রত্যেক টি বস্তু সত , রজো ,তম তে পরিণত হয়। মানুষও এই একরকম হয়। বাল্য অবস্থা প্রথমে সতোপ্রধান হয় , তারপরে যুব অবস্থা, বৃদ্ধ অবস্থা অর্থাৎ রজো, তমঃ তে পরিণত হয়। বৃদ্ধ শরীর ত্যাগ করে আত্মা শিশু দেহ ধারণ করে। দুনিয়াও নতুন থেকে পুরানো হয়। বাচ্চারা জানে

নতুন দুনিয়ায় ভারত কত উঁচুতে ছিল। ভারতের মহিমা হল অপরমঅপার। এত ধনবান , সুখী , পবিত্র আর কোনো খন্ড নেই। এখন সত প্রধান দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। ত্রিমূর্তি ছবিতে ব্রহ্মা , বিষ্ণু , শংকর কে দেখানো হয়েছে। তার অর্থ কেউ বোঝেনা। বাস্তবে বলা উচিত ত্রিমুর্তি শিব, ব্রহ্মা নয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের রচনা কে করেছেন ... উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিববাবা। বলা হয় ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ , শঙ্কর দেবতায় নমঃ , শিব পরমাত্মায় নমঃ । অর্থাৎ তিনি উঁচু হলেন তাইনা। উনি হলেন রচয়িতা। গায়নও আছে যে পরম পিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন অতঃপরে পরমাত্মা পিতা দ্বারা স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়। তারপরে তিনি নিজে বসে ব্রাহ্মণদের শিক্ষা প্রদান করেন কারণ উনি হলেন পিতা এবং সুপ্রিম টিচারও হলেন উনি। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কিভাবে পরিক্রমা করে, সে সব বসে বোঝান। তিনি-ই হলেন নলেজফুল। বাকি এমন নয় যে উনি হলেন জানী জাননহার অর্থাৎ সবকিছু জানেন যিনি। এই কথাটি ভুল। ভক্তিমার্গে কেউ বায়োগ্রাফি, অক্যুপেশানকে জানেনা। এর অর্থ হল এইসবই হল যেন পুতুলের পূজা। কলকাতায় কত পুতুল পূজা হয়, তারা পুতুলের পূজা করে খাওয়া দাওয়া করিয়ে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়। শিববাবা হলেন অতি প্রিয়তম (মোস্ট বিলাভড)। বাবা বলেন আমার মাটির লিঙ্গ তৈরি করে পূজা অর্চনা করে তারপর নষ্ট করে দেয়। সকালে তৈরি ক'রে, সন্ধ্যায় নষ্ট করে দেয়। এইসব হল ভক্তি মার্গ, অন্ধ শ্রদ্ধার পূজা। মানুষ গায়ন করে নিজেই পূজ্য , নিজেই পূজারী। বাবা বলেন আমি তো সর্বদাই পূজ্য স্বরূপ। আমি এসে শুধু পতিতদের পবিত্র করি। ২১ জন্মের জন্যে রাজ্য ভাগ্য প্রদান করি। ভক্তিতে আছে অল্পকালের সুখ , যে সুখকে সন্ন্যাসীরা বলে কাক বিষ্ঠা সম সুখ। সন্ন্যাসী ঘর সংসার ত্যাগ করে। সেটা হল হদের সন্ন্যাস, তারা হল হঠ যোগী । ভগবানকে জানেনা। ব্রহ্ম-কে স্মরণ করে। ব্রহ্ম তো ভগবান নয়। ভগবান তো একজন-ই নিরাকার শিব , যিনি হলেন সর্ব আত্মাদের পিতা। ব্রহ্ম হল আত্মাদের নিবাস স্থান , ব্রহ্মান্ড হল মিষ্টি মধুর নিবাস স্থান। সেখান থেকে আমরা আত্মারা এখানে পার্ট প্লে করতে আসি। আত্মা বলে আমরা একটি দেহ ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করি , ৮৪ জন্ম ভারতবাসীদেরই হয়। যারা বেশি ভক্তি করেছে তারা ই জ্ঞানও বেশি অর্জন করবে। বাবা বলেন বাচ্চারা ভালাই গৃহস্থে থাকো , কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে চলো। তোমরা সবাই আত্মারা হলে প্রেমিক , এক পরমাত্মা প্রিয়তমার। দ্বাপর থেকে তোমরা স্মরণ করে এসেছ। দুঃখে আত্মা পিতাকে স্মরণ করে। এইটি হল দুঃখধাম। আত্মারা হল আসলে শান্তিধামের নিবাসী। সুখধামে এসেছে পরে। তারপরে আমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি। " আমরা সে-ই , সে-ই আমরা " এই বাক্যের অর্থও বোঝানো হয়েছে। তারা বলে আত্মা হল পরমাত্মা, পরমাত্মা হলেন আত্মা। এবারে বাবা বোঝাচ্ছেন আত্মা -ই পরমাত্মা কি করে হতে পারে। পরমাত্মা তো হলেন একজন-ই। সবাই ওঁনারই সন্তান। সাধু সন্ন্যাসীরা 'আমরা সে-ই' (হম সো) কথাটির অর্থ ভুল করে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন " আমরা সে-ই " কথাটি র প্রকৃত অর্থ হল -- আমরা আত্মারা সত্যযুগে দেবী দেবতা ছিলাম, তারপরে আমরা সে-ই ক্ষেত্রেই, আমরা সে-ই বৈশ্য, আমরা সে-ই শূদ্রে পরিণত হই। এখন আমরা সে-ই ব্রাহ্মণ হয়েছি, আমরা সে-ই দেবতায় রূপান্তরিত হওয়ার জন্য।এইটি-ই হল যথার্থ অর্থ। ঐ অর্থটি হল ভুল । বাবা বলেন মানুষ রাবণের মতানুসারে চলে, ফলে মিথ্যা প্রবণ হয়েছে তাই কথায় বলে -- মিথ্যা মায়া , মিথ্যা কায়া ... সত্যযুগে এমন বলা হয়না। ঐ হল সত্যখণ্ড । সেখানে মিথ্যার নাম গন্ধ নেই। এখনও সত্যের নাম চিহ্ন নেই। তবেই আটায় লবণ সম সত্য রয়েছে এমন বলা হয়। সত্যযুগে থাকে দৈবী গুণ ধারী মানুষ। তাঁদের হল দেবতা ধর্ম। পরের দিকে অন্য আরও ধর্ম এসেছে। সুতরাং দ্বৈত হল। দ্বাপর থেকে অসুরী রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয়। সত্যযুগে রাবণ রাজ্যও নেই তাই ৫ বিকারও হতে পারেনা। ঐ হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী। রাম সীতা কে ১৪ কলায় সম্পন্ন

বলা হয় । রাম কে বাণ কেন দেওয়া হয়েছে ? এই কথাও কেউ জানেনা। হিংসার তো কোনো কথা নেই। তোমরা হলে গডলি স্টুডেন্ট , তো ফাদারও হলেন । তোমরা স্টুডেন্ট তাই টিচারও হলেন। তারপরে বাচ্চারা তোমাদের সদগতি প্রদান করে স্বর্গে নিয়ে যাই তাই সদগুরু হলেন তাইনা। পিতা, শিক্ষক, গুরু তিন স্বরূপেই রয়েছেন । তোমরা ওঁনার ই সন্তান হয়েছ তাই তোমাদের কত খুশীতে থাকা উচিত। তোমরা বাচ্চারা জানো এখন হল রাবণের রাজ্য। রাবণ হল ভারতের সবচেয়ে বড় শত্রু। এই জ্ঞান তোমরা বাচ্চারা নলেজফুল পিতার কাছে প্রাপ্ত কর। বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর , আনন্দের সাগর। জ্ঞান সাগরের কাছে তোমরা মেঘেরা ভরপুর হয়ে সেথায় গিয়ে বর্ষা কর। জ্ঞান গঙ্গা হলে তোমরা , তোমাদেরই মহিমা রয়েছে। বাকি জলের গঙ্গা নদীতে স্নান করলে কেউ পবিত্র হতে পারেনা। অপরিষ্কার স্নান করেও ভাবে আমরা পবিত্র হয়ে যাব। তাদের কাছে ঝর্ণার জলেরও খুব গুরুত্ব আছে। এইসবই হল ভক্তি মার্গ। সত্যযুগ ত্রেতায় ভক্তি হয়না। ঐ হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া।

বাবা বলেন বাচ্চারা আমি তোমাদের এখন পবিত্র করতে এসেছি। এই একটি জন্ম আমায় স্মরণ করো এবং পবিত্র হও তাহলেই তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। আমি-ই হলাম পতিত পাবন। যতখানি সম্ভব স্মরণের যাত্রা বাড়াও। মুখে শিববাবা শিববাবা বলতে হবেনা। যেমন প্রেমিক প্রিয়তমাকে স্মরণ করে । এক বার দেখা হলেই ব্যাস, বুদ্ধিতে তারই স্মরণ থাকবে। ভক্তিতে যে যাঁকে স্মরণ করে, পূজা করে তাঁর-ই সাক্ষাৎ দর্শন করে। কিন্তু সেসব হল অল্প কালের জন্য। ভক্তি থেকে নীচের দিকে অবতরণ হয়েছে। এখন মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে। হায়-হায় ধ্বনির পরে জয়জয়কার হবে। ভারতেই রক্তের নদী বইবে। এখন সবই হয়েছে তমোপ্রধান, পুনরায় সতোপ্রধান হতে হবে। কিন্তু হবেও তারা যারা কল্প পূর্বে দেবতায় পরিণত হয়েছে। তারা-ই এসে বাবার কাছে পুরো অধিকার প্রাপ্ত করবে যদি কম ভক্তি করেছে তবে জ্ঞানও পুরো প্রাপ্ত করবেনা।প্রজায় নম্বর অনুসারে পদ মর্যাদা গ্রহণ করবে। ভালো পুরুষার্থী প্রতি পদক্ষেপে শ্রীমৎ অনুসারে চলে ভালো পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। আচরণ ও ভালো থাকা চাই। দৈবী গুণ ও ধারণ করতে হবে। তারা আবার ২১ জন্ম গ্রহণ করবে। এখন হল সকলের অসুরী গুণ কেননা পতিত দুনিয়া কিনা। বাচ্চারা তোমাদের ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বোঝানো হয়েছে। এই সময় বাবা বলেন বাচ্চারা স্মরণ করার পরিশ্রম করো তাহলেই তোমরা প্রকৃত স্বর্ণে পরিণত হবে। সত্যযুগ হল গোল্ডেন এজ , প্রকৃত স্বর্ণ। তারপরে ত্রেতায় রৌপ্য ধাতুর খাদ পড়ে কলা বা কোয়ালিটি কম হয়ে যায়। এখন তো কলা বিহীন হয়েছে। যখন এমন অবস্থা হয় তখন বাবা আসেন। এসবও ড্রামায় ধার্য রয়েছে। তোমরা হলে এক্টর তাইনা। তোমরা জানো আমরা এখানে পার্ট প্লে করতে এসেছি। পার্টধারী যদি ড্রামার আদি-মধ্য-অন্ত কে না জানে তাহলে তাকে নির্বুদ্ধি বলা হবে। বেহদের বাবা বলেন সকলেই নির্বুদ্ধি হয়েছে। এখন আমি তোমাদের জ্ঞানবান হীরে তুল্য করি। তারপর রাবণ এসে কড়ি সম করে দেয়, এখন এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। সবাইকে মশা-র মতন ঝাঁকে ঝাঁকে নিয়ে যাই। তোমাদের মুখ্য লক্ষ্য টি সামনে নির্দিষ্ট। এমন স্বরূপ ধারণ করতে হবে তবেই তোমরা স্বর্গবাসী হতে পারবে। তোমরা বি.কে. রা এই পুরুষার্থ করো। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি তমোপ্রধান হওয়ার জন্যে তারা এই কথাটিও বোঝেনা যে বি.কে.রা এতজন আছে তার মানে অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মাও থাকবেন। ব্রাহ্মণ হল শিখা বা টিকি অর্থাৎ উচ্চে। ব্রাহ্মণ তারপরে দেবতা, ছবিতে ব্রাহ্মণ কে, শিবকে দেখানো হয়নি। ব্রাহ্মণ এখন ভারতকে স্বর্গে পরিণত করছে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী স্নেহপূর্ন স্মরণ ও গুডমর্নিং। রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান সাগরের কাছে ভরপুর হয়ে জ্ঞান বর্ষা করতে হবে। যতখানি সম্ভব স্মরণের যাত্রা বাড়িয়ে যেতে হবে। স্মরণের দ্বারা-ই প্রকৃত স্বর্ণে পরিণত হতে হবে।

২) শ্রীমৎ অনুসারে চলে ভালো ম্যানার্স (ভদ্র আচরণ) এবং দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। সত্য খন্ডে যাওয়ার জন্যে প্রকৃত সত্যবাদী হতে হবে।

বরদান :- মাস্টার নলেজফুল স্বরূপ দ্বারা ৫ হাজার বছরের জন্ম পত্রিকার জ্ঞাতা স্ব-দর্শন চক্র ধারী ভব।

ব্যাখা: যারা এখন স্ব-দর্শন চক্রধারী হয় তারা ভবিষ্যতে চক্রবর্তী রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী হয়। স্ব-দর্শন চক্র ধারী অর্থাৎ সম্পূর্ণ চক্রে অভিনীত নিজের প্রতিটি পার্টের বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন । তোমরা বাচ্চারা বিশেষ ভাবে বর্তমান সময়ে ৫ হাজার বছরের জন্ম পত্রিকাটি জেনে মাস্টার নলেজফুল হয়েছ। সকলেই এই বিশেষ কথাটি জেনেছ যে এই অন্তিম জন্মে হীরে তুল্য জীবন গঠন করলে সম্পূর্ণ কল্পে হিরো পার্টধারী হয়ে যাও।

স্লোগান - নিজের সঙ্গী সাথীদের বাবার সঙ্গের রঙে রাঙিয়ে দাও তাহলে তাদের সঙ্গের রঙ তোমায় স্পর্শ করতে পারবেনা ।